খোকা

Ten years ago was born in pain
A child, not now forlorn
But Oh, ten years ago, in vain
A mother, a mother was born.

—Meynell.

এ কঠোর সংসারের সমস্ত নির্ম্মমতার মাঝখানে একদিন অতি-কোমল 'মা' এই আখ্যায় ভূষিত হবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল; সেদিন আমি ছিলাম যথার্থই নারীত্বের গৌরবে গরবিনী। কিন্তু হায়। আজ আমার আশা-তরু অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে,—সে সুন্দর,—সুধামাখা 'মা' নামে কেহ ত আর ডাকে না।

সে যখন আধো-আধো স্বরে কথা বল্‌তো তখন কী পুলকে আমার এ বুকখানি ভ'রে উঠত! 'আমার আদরের কাকাতূয়া ত আজ আর এ গৃহখানি মুখর ক'রে তোলে না। আদর করতুম কতই না তাকে,—যেন সমস্ত স্নেহ উজাড় ক'রে ঢেলে দিতে চাইতুম।

সে যেন নন্দনের ফোট'-ফোট' পারিজাতটীর মতো ফুটে উঠেছিল,—একান্তই আমার কোলের কাছে;—কিন্তু আজ? বৃন্তচ্যুত ও শিথিল হ'য়ে সে সরসিজটী ঝ'রে গেছে! আমাকে যে সে স্নেহের সরোবরে ডুবিয়েই রেখেছিল। আজ সে সরসী সল্পতোয়ঃ, শীর্ণ ও শুষ্ক হয়ে গেছে।

বিধাতার দান,—স্বর্গীয় নির্ম্মাল্য,—দেব পূজায় হোম হয়, তা'র দরকার ছিল। নয় ত হারাবো কেন?

সে ত মানব ছিল না, দেবতার স্ব-রূপ নিয়ে জন্মেছিল। আমাকে অশ্রু-সাগরে ভাসাবার জন্যই বোধ হয় চ'লে গেছে।

সে যে ভোরের তারকাটীর মত তা,র উজ্জ্বল রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল। এখন আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেছে। আর ত তার সন্ধান পাওয়া যাবে না; আর ত জল্‌বে না; আর ত সে অমল-আলো বিকীর্ণ কর্‌বে না।

সে ছিল অতি শুভ্র,—পূর্ণিমার চাঁদের মতো ; সে ছিল অতি স্বচ্ছ,—ঠিক বায়ুর মতো; সে ছিল অতি মধুর,—ঠিক বসন্ত প্রভাতের স্নিগ্ধ মৃদুল সমীরণের মতো !

হায় ! কোথায় সে ? কোথায় মিশিয়ে গেছে তার শুভ্রতা,—স্বচ্ছতা,—সে মাধুর্য্য ! নেই,—নেই,—নেই ! মিলিয়ে গেছে সবটুকু তোর,—এই ধরণীর ধূলিরাজির মধ্যে।

সে ছিল অতি সুন্দর,—ঠিক শিশিরস্নাত গোলাপটীর মতো ! তার ভাসা-ভাসা সেই চক্ষু দুটী, আর সেই মুখটী,—দেখলে মনে পড়তো সদ্য প্রস্ফুটীত কমলটীকে। তার স্মৃতিটুকু আজ অস্তপথগামী সূর্য্যের আভার মতো ক্ষণে ক্ষণে মনে জাগচে।

যখন সে ধূলি-ধূসরিত শরীরে ব'সে ব'সে আপন মনে আবোল তাবোল ব'কে যেতো আর ধূলা মাখত, তখন তাকে দেখলে মনে হ'তো যেন যুগযুগান্ত-কাল ধ্যান নিমগ্ন ঋষিকুমার,—কোনও দেবশিশু,—যেন ভোলানাথ,—আপনাতে আপনিই বিভোর !

আমি তাকে কোলে তুলে, তার নরম গালে চুমু এঁকে দিতুম, আর বলতুম,—কে রে ঋষিকুমার, আমার বুক জুড়িয়ে দিতে এসেছিস্ ?"

যখন ছোট্ট ছোট্ট পা দুটী ফেলে সে চল্‌তো, তাকে দেখলে মনে হতো যেন দীর্ঘাপাঙ্গ হরিণ-শিশু ; কত সরলতা ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ছিল তার চাহনী !

সে ছিল আমার স্নেহের গোপাল ! আমি ছিলুম তার পূজারিনী,—জননী,—ব্রজের যশোদা !

সে ছিল আমার অঞ্চলের নিধি,—হৃদয়ের রত্ন,—বুকের ধন ! সে ছিল আমার কৌস্তভ,—আমার কোহিনুর।

আমি আমার ধনকে বুকে নিয়ে কত অনুপম সুখভোগ না করেছি !

সে ছিল আমার সকল দুঃখের শান্তি-প্রলেপ !

সে ছিল আমার কাছে একখানি মধুর কাব্য,—কবিকণ্ঠনিঃসৃত সেই অমর বাণী,—"মরতে বসিয়া স্বরগের সুখ !

একদিন আমি মাতৃত্বের শিখরে রাণী ছিলুম, আর আজ ? ভিখারিণী,—পুত্রহীনা।

যে-দিন সে মৃত্যু-অভিযান কল্লে, বোধ হয় স্বর্গে দুন্দুভি বেজেছিল সে-দিন! ভগবান সাদরে তাকে বুকে ধরে, মন্দার মালিকায় তার কণ্ঠ ভূষিত করে, বোধ হয় তাকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তখন কতই সুন্দর ও মনোরম দেখিয়েছিল তাকে!

এখন আমার হৃদয়,—শূন্য; মন—ঝটীকা পীড়িত; মর্ম্মস্থল,—মরুভূমি হয়ে গেছে!

মনোমন্দিরে সে অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি নেই। কোথায় গেছে সে?—কোথায়? আমার মাণিক! আমার দুলাল। খোকা? তোমরা জানো ত বলো, কোথায় আমার প্রাণজুড়ানো খোকন।

শ্রীশিবপ্রসন্ন ঘোষাল।
১ম বর্ষ
'ক' বিভাগ
বিজ্ঞান শ্রেণী।